জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
তারিখ: ২৫ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।
স্থান: সভাকক্ষ, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ঠ "ক"

সভাপতি সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদানের বিষয়ে আলোচনা করা। তিনি মাঠ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম সর্ম্পকে সভায় উপস্থিত অংশীজনবৃন্দকে অবহিত করেন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে সভায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত অংশীজনবৃন্দ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

আলোচনা-১

সভায় জনাব সেখ সাকিল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, ফোয়াব, খুলনা জানান যে, খুলনা মহানগর এবং মহানগর সংশ্লিষ্ট এলাকায় অধিকাংশ জনগণ মাছ চাষের সাথে সম্পৃক্ত এবং কয়েকটি গ্রামে মৎস্যজীবী বসবাস করেন। মাছ ও চিংড়ি চাষে কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রাপ্তির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কোন দপ্তর না থাকায় মাছ চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিকারের জন্য অধিকাংশ সময় বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির পরামর্শ নিতে চাষিরা বাধ্য হন। এছাড়া খুলনা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত মৎস্যজীবিগণ পার্শ্ববর্তী রুপসা ও ভৈরব নদীতে মাছ আহরণের সাথে জড়িত থাকলেও জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রমের আওতাভুক্ত না হওয়ায় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত বিধায় সরকারী প্রণোদনার আওতাভুক্ত হননি। এমতাবস্থায় তিনি কৃষি সম্প্রসারণ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ন্যায় খুলনা মহানগরে মেট্রোপলিটন মৎস্য দপ্তর স্থাপনের জন্য সভাপতির নিকট অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত-১

কৃষি সম্প্রসারণ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ন্যায় খুলনা মহানগরে মেট্রোপলিটন মৎস্য দপ্তর স্থাপনের জন্য স্টেকহোল্ডারগণকে আবেদন প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

আলোচনা-২

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, ফোয়াব(FOAB), খুলনা জানান যে, খুলনা এবং পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে উৎপাদিত মাছ নিয়মিত ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বাজারে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তিনি মাছ ব্যবসার সাথে জড়িতদের পরিচিতি নম্বর বা লাইসেন্স প্রদান এবং তিনি মাছ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে পথের সকল প্রকার হয়রানিমুক্ত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।

সিদ্ধান্ত-২

নিয়মিত জনগণের আমিষ চাহিদা পূরণে সরকার বদ্ধপরিকর বিধায় দেশের সকল বাজারে মাছ পরিবহনর ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। এছাড়া পথিমধ্যে কোন সমস্যা হলে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসা বা জেলা মৎস্য অফিসারকে অবহিত করতে হবে।

আলোচনা-৩

জনাব মনজির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, চিংড়ি বণিক সমিতি, খুলনা জানান যে, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট জেলার অধিকাংশ মানুষের জীবনজীবিকার একমাত্র অবলম্বন চিংড়ি চাষ। এ দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে চিংড়ির অবদান উল্লেখযোগ্য। সাদা সোনা খ্যাত এ চিংড়ি দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদন করা হয় এবং রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থণিতকে সচল রাখে। বর্তমানে খুলনা জেলার ও আশে পাশের উপজেলার কোন কোন এলাকায় চিংড়ি চাষের জন্য পানি উত্তোলনে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে বিধায় চিংড়ি চাষিরা হতাশ। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে চিংড়ি উৎপাদন হ্রাস পাবে। তিনি উপকূলীয় এলাকায় কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে চিংড়ি চায চলমান রাখতে মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।

সিদ্ধান্ত-৩

চিংড়ি চাষে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে এলাকাভিত্তিক চিংড়ি চাষীদের স্বাক্ষরে লিখিত আবেদন দাখিল করতে হবে।

আলোচনা-৪

জনাব বিমল কুমার মিত্র, গলদা হ্যাচারী, খুলনা জানান যে, গলদা চিংড়ি হ্যাচারী পরিচালনা করার জন্য সার্বক্ষনিক বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় বিধায় বিদ্যুৎ বিলে ভুর্তকি প্রদান করার জন্য আবেদন করেন। তিনি আরও চিংড়ি হ্যাচারী লাইসেন্সের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রয়োজন। পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বিধায় তিনি চিংড়ি হ্যাচারী লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজীকরনের জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত-৪

CamScanner

পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণে কি কি সমস্যা হচ্ছে তা লিখিতভাবে জেলা মৎস্য অফিসার বরাবরে জানাতে হবে।

আলোচনা-৫

জনাব সেখ আঃ আব্দুল বাকী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিএফইইএ, খুলনা জানান যে, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলের চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে। কিন্তু পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় চিংড়ি উৎপাদন ব্যাহত পারে। তিনি এলাকাভিত্তিক চিংড়ি চাষ অব্যাহত রাখতে কার্যকরি ভুমিকা গ্রহণে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতি অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত-৫

জেলা মৎস্য অফিসার ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারগণ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের সাথে সমন্বয় করে চিংড়ি চাষ অব্যাহত রাখতে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৭/০৩/২৫

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
পরিচিতি নম্বর ০০২২০
উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ, খুলনা
ফোন-০২৪৭৭৭০১০১৯(অ)

CamScanner